উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL + SLG

২৮ ভাদ্র ১৪২৮ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 14 September 2021 Tuesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

নিউজ@৯
Find us on
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

সম্পর্কের টানাপোড়েনে খুন

জোড়া হত্যায় নির্বিকার আখতার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে জেরা করে মিলল আরেকটি খুনের হদিস। সোমবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার রেলগেট লাগোয়া শুটকি গুদাম এলাকা থেকে মাটি খুঁড়ে একটি কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই কঙ্কালটি এক মহিলার। অবৈধ সম্পর্ক ধামাচাপা দিতেই তাঁকে খুন করে মাটিতে দেহ পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে, যে ব্যক্তি ওই কীর্তি ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান তার নামে আরও একটি খুনে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্ত সেই যুবকের নাম মহম্মদ আখতার হুসেন। বাড়ির সামনের জঙ্গলেই দেহটি পুঁতে লোপাট করার চেষ্টা করেছিল সে।

অভিযুক্তের বয়ানের ভিত্তিতে তাকে সঙ্গে নিয়েই সোমবার ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকা ঘিরে রেখে তা উদ্ধার করে। পরে তা ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পরনের

মাটিগাড়া রেলগেট এলাকায় এই জায়গা থেকেই মিলল দেহ। –সংবাদচিত্র

কাপড় দেখে প্রাথমিকভাবে মৃতের মা দেহটি শনাক্ত করেছেন। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১) জয় টুডু বলেন, 'একটা অন্য খুনের মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আরও একটা খুনের হদিস মিলেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃতদেহ ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, গত ১ তারিখ শিলিগুড়ির সায়েন্স সিটির সামনে নিউ চামটা নদীর ধারে এক ১৯ বছরের গৃহবধূর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধারের সময় পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ হয় ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সেইমতো ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। কিন্তু মৃতার মা তাঁর জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় নির্যাতন ও খুনের মামলা রুজু করে। সেইমতো মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে ধৃত স্বামী এই খুনের সঙ্গে যুক্ত নয়। এরপর শুরু হয় আসল অভিযুক্তের খোঁজ। এমতাবস্থায় তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে একটি ভয়েস রেকর্ডিং আসে। সেই রেকর্ডিংয়ে শোনা যায় এক ব্যক্তি ওই মহিলাকে খুনের কথা বলছে। এরপরেই সেই কণ্ঠস্বরের মালিকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। গত শনিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। আদালতে তুলে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশি জেরার মুখে অভিযুক্ত খুনের কথা স্বীকার করে। অভিযুক্ত পুলিশকে জেরায় জানায়, ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। পাশাপাশি পুলিশকে আরও একটি খুনের কথা জানায় সে। মাস তিনেক আগে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ধামাচাপা দিতে 'প্রেমিকাকে' খুন করে দেহ পুঁতে দিয়েছে বলে জানায় সে। তার বাড়ির কাছেই শুটকি গুদামের কাছের জঙ্গলে মেয়েটিকে মদ খাইয়ে খুন করে। পরে সেখানেই দেহ পুঁতে দেয়। এরপরেই দেহ তোলার প্রক্রিয়া শুরু করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

সোমবার এসডিও অফিসের ম্যাজিস্ট্রেট এবং কমিশনারেটের পুলিশ কর্তাদের উপস্থিতিতে দেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করে পুলিশ।

এরপর দশের পাতায়

সন্তানকে মেরে, স্ত্রীকে কুপিয়ে গলায় দড়ি যুবকের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানকে আঘাত করে এক যুবক আত্মঘাতী হয়েছে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আড়াই বছরের শিশুটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। গুরুতর জখম তার মাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার রাতের এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ত্রিহানা চা বাগানের জাবরা ডিভিশন এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ শিশুটি ও তার বাবার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে নকশালবাড়ি থানার ওসি ইফতিকার উল হাসান জানিয়েছেন।

স্বামী–স্ত্রী মিলে বেলগাছির একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করতেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই মহিলার দিদিমা বলেন, 'চারদিন আগে নাতনি ওর মেয়েকে নিয়ে হঠাৎ করেই আমার এখানে থাকতে আসে। রবিবার রাতের দিকে ওর স্বামীও এখানে উপস্থিত হয়।' পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে ওই যুবক তার স্ত্রীর একটি মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলে। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়। জাবরা ডিভিশনের বিদায়ি পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'ওই যুবক গভীর রাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওর স্ত্রী ও শিশুসন্তানের উপর চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গলার নলি কেটে যাওয়ায় শিশুটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। যুবতী বিছানা থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে ওই যুবক আত্মঘাতী হয়।' বৃদ্ধা বলেন, 'রাতে নাতনির চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, ওদের বিছানা রক্তে ভর্তি।'

তিনজনকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই শিশু ও যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত যুবতীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জেলা হাসপাতালে অসুস্থ শিশুদের দেখতে জেলা শাসক।

দুই হাসপাতালে ভর্তি ১৭৯ শিশু

সৌরভ দেব ও বিদেশ বসু

জলপাইগুড়ি ও মালবাজার, ১৩ সেপ্টেম্বর : শরীর কেমন আছে? জ্বর কমেছে?

বলতে বলতে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি জ্বরে আক্রান্ত এক শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। দেখে অভিভাবকদের মুখে হাসি। এক মা তো বলেই ফেললেন, 'নিজে মা হওয়ায় শিশুর ভোগান্তির কী সমস্যা সেটি জেলা শাসক ভালোমতোই বোঝেন।'

এদিনের ঘটনা ওই মায়ের মুখে হাসি ফোটালেও হালে জ্বর–সর্দিতে ভোগা শিশুদের সংখ্যা বেড়ে চলার বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের হাসি কেড়েছে। জ্বরে আক্রান্ত ২২টি শিশু এদিন নতুন করে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়। সমসংখ্যক শিশুকে ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েও দেওয়া হয়। আশঙ্কাজনক হওয়ায় তিনজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ৯৬টি শিশু হাসপাতালে ভর্তি ছিল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল এদিন জলপাইগুড়িতে আসে। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি তারা হাসপাতালে গিয়ে সেখানে ভর্তি শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে শিশুদের বিভাগে ৩৬টি বেডের ব্যবস্থা থাকলেও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে ৮৩টি শিশু ভর্তি ছিল। তাদের বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের কয়েকজনের মধ্যে পেট খারাপের প্রকোপ দেখা গেলেও মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের ক্ষেত্রে সেভাবে সেই প্রকোপ দেখা যায়নি।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের উত্তরবঙ্গের ওএসডি ডাঃ সুশান্ত রায় বলছেন, 'শিশুদের জ্বর নিয়ে ভয়ের তেমন কারণ নেই। তবে আমরা সতর্ক রয়েছি। প্রতিটি ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সতর্ক করা হয়েছে।' হাসপাতাল পরিদর্শনের পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ গৌতম দাস বলেন, 'প্রাথমিকভাবে আমরা এটিকে ভাইরাল ফিভার বলেই মনে করছি। তবে কিছু শিশুর জ্বর অনেকটাই বেশি। আমরা তাদের জাপানি এনসেফ্যালাইটিস, চিকুনগুনিয়া,

এরপর দশের পাতায়

জ্বরের প্রকোপ

- জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি ৯৬টি শিশু
- এদিনও ১৫০ শিশুকে নিয়ে অভিভাবকরা আউটডোরে এসেছিলেন
- এনবিএমসির প্রতিনিধিরা হাসপাতালে এলেন
- ১০টি শিশুর লালার নমুনা কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে
- মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি ৮৩টি শিশু

জলপাইগুড়িতে আসমা।

শিকড় খুঁজতে নবাববাড়ির মেয়ে উত্তরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : এ যেন নিজের শিকড় খুঁজতে আসা। জলপাইগুড়ি শহরে পূর্বপুরুষ নবাবদের বাড়ি, তাঁদের তৈরি করা মসজিদ, আদালত ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে দেখছিলেন নবাব বংশের মেয়ে কাজি আসমা আজমেরি। নবাব মোশারফ হোসেনের বংশধর কিছুটা অবাক হয়ে গেলেন নবাবদের সম্পত্তির কোথাও নবাবদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে কিছুই লেখা নেই দেখে। পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি মানুষের কাজে ব্যবহারে কোনও আপত্তি না থাকলেও তিনি চান হেরিটেজ সম্পত্তি ঘোষণা করে নবাবদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হোক।

নিজেকে বাংলাদেশের বাঙালি মেয়ে বলতেই বেশি পছন্দ করেন আসমা। শুধুমাত্র বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিশ্বের ১১১টি দেশ ঘুরেছেন। ভিয়েতনাম, সাইপ্রাসে ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খেটেছেন। নিজে একজন রোটারিয়ান। নিউজিল্যান্ডে রেডক্রসের চাকরি খুইয়েছেন এইভাবে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে জেল খাটার কারণে। বাংলাদেশের খুলনার ৮৫ রায়পাড়ার বাসিন্দা আসমা নিজের চারতলা পৈতৃক বাড়িতে ইনস্পায়ারিং ইয়ুথ ক্লাব করেছেন। গরিব, দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল, লাইব্রেরি খোলায় উদ্যোগী হয়েছেন তিনি।

ছোট থেকেই বিশ্বভ্রমণের স্বপ্ন দেখতেন। পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে পাওয়া সোনার গয়নাটুকুও বিক্রি করে দেন। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় বিশ্বভ্রমণ। ভারত, নেপাল ও থাইল্যান্ড দিয়েই শুরু করেছিলেন তাঁর ভূপর্যটন।

বিশ্বভ্রমণের অবিশ্বাস্য গল্পের ঝুলি রয়েছে তাঁর কাছে। পথে বেরিয়ে হাঁসের রক্তের বরফি থেকে ঘোড়ার মাংসের কষা, কুমিরের মাংসের ডালনা খেয়েছেন। সব জায়গায় চেষ্টা করেছেন বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরার।

আসমার বাবা ছিলেন গোলাম কিবরিয়া। নবাব মোশারফ হোসেনের বড় মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। পেশায় আইনজীবী এবং সাহিত্যরসিক এবং জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ড (বর্তমান জেলা পরিষদ)–এর সদস্য ছিলেন কিবরিয়া। মোশারফ হোসেন ছিলেন খান বাহাদুর মুন্সি রহিম বক্সের জামাতা।

প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা জানান, সোমবার রাতে আসমা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বংশের না–জানা ইতিহাসের খোঁজে। জলপাইগুড়িতে বর্তমান জেলা আদালতের সামনে মসজিদটি ১৮৮৫ সালে মুন্সি মহম্মদ রহিম বক্স স্থাপন করেছিলেন। সেখানে আজও ফলক আছে। বর্তমান জেলা আদালত যেখানে মোশারফ হোসেন সেখানে বাসভবন তৈরি করেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

সেবক কালীবাড়িতে রহস্যময় চুরি

সেবক কালীবাড়িতে ভক্তদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সোমবার। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি ও ওদলাবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সেবকেশ্বরী কালীমন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, রবিবার রাতে দুষ্কৃতীরা পাহাড়ের গা বেয়ে মন্দিরের পিছনের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল। সূত্রের খবর, দুষ্কৃতীরা বিগ্রহের সোনা ও রুপোর অলংকার এবং দানবাক্স নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তবে চুরির বিষয়টি মন্দির কর্তৃপক্ষ মানতে চাননি। এমনকি চুরি নিয়ে পুলিশেও কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি। এদিন মন্দির বন্ধই ছিল। ভক্তদের প্রবেশে নিষেধ ছিল।

সোমবার সকালে মন্দিরের পূজারি এসে প্রথম দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ মন্দির কমিটির অন্য সদস্যদের খবর দেন। খবর পেয়ে সেবক ফাঁড়ির পুলিশ আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্দির প্রাঙ্গণে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো থাকলেও সেটি কিছুদিন ধরে বিকল রয়েছে। যার জেরে দুষ্কৃতীদের ছবি ধরা পড়েনি। কিছুদিন আগে ক্যামেরার পুরো সেটটি মেরামতির জন্য পাঠানো হয়েছে। মন্দিরের পূজারি লক্ষ্মণ ভাদুড়ি বলেন, 'ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু নেই। বাৎসরিক পুজোর সময় শুধুমাত্র বিগ্রহে অলংকার পরানো হয়। বছরভর সেগুলি খুলে রাখা হয়। সামান্য কিছু গয়না পরানো থাকে। যে দরজাটি ভাঙা হয়েছিল সেটি মেরামত করা হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। বৈঠক করে মন্দির খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

তবে চুরির ঘটনায় সোমবার রাত পর্যন্ত মন্দির কমিটির তরফে সেবক ফাঁড়িতে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। সেবক ফাঁড়ির পুলিশ দাবি করেছে, সেভাবে কোনও সামগ্রী চুরি হয়নি। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

চুরির ঘটনাটি সামনে আসতেই এদিন জনসাধারণের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেকেই মন্দিরের বাইরে থাকা মূর্তিতে পুজো দিয়ে ফিরে যান। পাহাড়ে ঘেরা সেবকেশ্বরী কালীমন্দিরে প্রতিদিন অন্তত এক হাজার দর্শনার্থী আসেন। জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা শুভাশিস চাকি এদিন সপরিবারে সেবকেশ্বরী কালীমন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের দরজা বন্ধ দেখে তিনি হতাশ হয়ে যান। শুভাশিসবাবু বলেন, 'প্রতিবছর অন্তত একবার এই মন্দিরে পুজো দিয়ে যাই। এমন জায়গায় চুরির ঘটনা সত্যি দুঃখজনক।'

পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ডুয়ার্সে বেড়াতে এসেছিলেন স্বর্ণালি বন্দ্যোপাধ্যায়। মালবাজার যাওয়ার আগে তিনি পরিবারের সঙ্গে সেবকেশ্বরী কালীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'এই মন্দিরের কথা অনেক শুনেছি। পুলিশ–প্রশাসনের উচিত এখানকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। যাতে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটে।'

ধৃত চিনা নাগরিক। –সংবাদচিত্র

পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে চিনা নাগরিক ধৃত

পানিট্যাঙ্কি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ার সময় এক চিনা নাগরিককে আটক করেছে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। তাকে সীমান্তে পৌঁছাতে যাওয়া শিলিগুড়ির বাসিন্দা এক ব্যক্তিকেও আটক করা হয়েছে। ৩০–৩২ বছর বয়সি ধৃত চিনা নাগরিকের জন্ম তিব্বতে হলেও তার কাছে আমেরিকার পাসপোর্ট এবং ভারতের প্যান কার্ড পাওয়া গিয়েছে। পাসপোর্ট এবং প্যান কার্ডে ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। তবে, হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় দলাই লামার তৈরি স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনাও করেছে। এই চিনা নাগরিক কী উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল, কেনই বা রাতের অন্ধকারে নেপালে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সমস্তটাই খতিয়ে দেখছে এসএসবি।

এসএসবি সূত্রের খবর, এদিন রাত পৌনে আটটা নাগাদ দুজন সীমান্ত পেরোনোর সময় তাদের আটক করা হয়। এর মধ্যে একজন চিনা নাগরিক, অপরজন শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার দার্জিলিং মোড় এলাকার বাসিন্দা পেম্বা ভুটিয়া। শিলিগুড়ির ওই বাসিন্দা চিনা নাগরিককে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গিয়েছিল বলে এসএসবি'র কাছে দাবি করেছে সে। তবে, কীভাবে তাদের পরিচয় তা যাচাই করছে এসএসবি। কিছুদিন আগে কালিয়াগঞ্জে এক চিনা নাগরিক ধরা পড়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

পূর্বপুরুষের পদবিই সম্বল ১২ ঘর পাখাধরার

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সেই রাজাও নেই, নেই সে রাজত্বও। শুধু রয়ে গিয়েছে কিছু স্মৃতি আর নস্টালজিয়া। অতীতের সেই স্মৃতি নিয়েই রাজ আমলের পদবি আঁকড়ে বেঁচে রয়েছেন কয়েকঘর ছিন্নমূল মানুষ। অথচ একটা সময় ছিল, যখন এঁদের পূর্বপুরুষরা দেখেছেন রাজ আমলের জাঁকজমক, রোশনাই। সেসব অবশ্য এখন গল্পগাথার মতন। এখন শুধু নামের পর পাখাধরা পদবিটুকুই অবশিষ্ট এঁদের।

ধূপগুড়ি শহরের বুকেই ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এঁদের বসবাস। এঁদের নামেই এলাকার নাম হয়েছে পাখাধরাটারি। সবমিলিয়ে রয়েছে ১২টি পরিবার। কিন্তু এঁদের ইতিহাস বাকিরা তো দূর অস্ত, শহরেরই বা ক'জন জানে!

একসময় এদের পূর্বপুরুষরা কোচবিহারের রাজাদের নিত্য সহচর ছিলেন। কাজ ছিল, রাজাকে তাল পাতার হাওয়া করে যাওয়া। তাছাড়া রাজবাড়ির অন্দরমহলে দড়িতে টানা পাখার হাওয়া করার গুরুদায়িত্বও ছিল এঁদের ওপরেই। সেই সূত্রেই রাজসিক জীবনযাপন খুব কাছ থেকে দেখা এঁদের পূর্বপুরুষদের। সেই সুবাদেই এখনও কোচবিহার রাজ পরিবারের প্রতি এঁদের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা স্পষ্ট ঝরে পড়ে আলাপচারিতায়।

বর্তমানে মূলত কৃষিকাজ এবং অন্যান্য পেশার ওপর নির্ভিরশীল এঁরা। পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, রাজ আমলের একেবারে শেষদিকে রাজার ইচ্ছে এবং নির্দেশেই অধস্তন এই রাজকর্মীদের পরিবার ছড়িয়ে পড়ে কোচবিহার রাজত্বের আনাচে–কানাচে। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ করে এই মানুষগুলোকে রাজাই বিভিন্ন জায়গায় জমি দান করে ছড়িয়ে দেন। সেভাবেই বর্তমান কোচবিহার জেলার কিছু কিছু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন এঁরা। কেউ কেউ চলে যান বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলায়। সেখান থেকে আবার এদেশে চলে আসে এই পরিবারগুলো। কোচবিহারের ভারতভুক্তির পর নতুন প্রশাসনিক কাঠামোয় কারও কারও কাজও জুটে যায়। তবে সে কাজ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি সিলিং ও টেবিল ফ্যান চলে আসায়।

রাজা নেই, নেই পেশাও। তবু পাখার হাওয়াই প্রিয় পাখাধরাদের। –সংবাদচিত্র

গবেষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, একসময় জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের অফিসেও আধিকারিকদের হাওয়া করার দায়িত্ব ছিল এই পাখাধরাদের ওপরেই। বর্তমানে এঁরা সকলেই নিজেদের রাজবংশী হিসেবে পরিচয় দিলেও গবেষকদের মতে, এঁদের অনেকেরই পূর্বপুরুষদের নিয়ে আসা হয়েছিল সাবেক মগধ বা বিহার এবং উড়িষ্যা থেকে। এরপর এখানেই পেশা ও বৈবাহিক সূত্রে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন এঁরা।

ধূপগুড়িতে ১২টি পাখাধরা পরিবার মিলিয়ে শ'খানেক মানুষ রয়েছেন। এঁদের মধ্যে সব থেকে বয়স্ক কৃষ্ণ পাখাধরার বয়স এখন ৮০ বছরের বেশি। শয্যাশায়ী মানুষটি কথাও বলতে পারেন না ঠিকমতো।

তাঁর ভাই প্রফুল্ল পাখাধরার বয়স ৬৭। সাত বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী হিসেবে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখন বাড়িতেই। অতীতের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে জানান, তাঁর প্রপিতামহ বিশারু পাখাধরা শেষ পর্যন্ত রাজবাড়িতে কাজ করেছেন। রাজ আমলের শেষদিকে রাজার নির্দেশেই রংপুর হয়ে ধূপগুড়িতে তাঁদের বসবাস শুরু। পূর্বপুরুষের রাজকর্মচারী পরিচয়ে এঁরা এখনও গর্ববোধ করেন।

অশীতিপর প্রফুল্লবাবুর কথায়, 'পদবিটুকু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

এরপর দশের পাতায়